৩০-১১-২০২৩
সিটি নং. ১৩
এসএল. ১০
এস পি

২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৩০৪৯

অতুল আগরওয়াল

বনাম

বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড ও অন্যান্যরা

শ্রী কৌশিক দে,

শ্রী রজনীশ কৃষ্ণ কলাওয়াতিয়া,

শ্রী সানি নন্দী,

শ্রী শুভ পাঠক,

শ্রী আবদুল্লাহ বিন মাসি

... আবেদনকারীর পক্ষে

শ্রী লক্ষ্মী কুমার গুপ্ত,

শ্রী সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়,

শ্রিমতি সোনি ওঝা,

শ্রিমতি সোনিয়া নন্দী

.... উত্তরদাতা বন্ধন ব্যাঙ্কের জন্য

১. তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনের বিষয় হ'ল হাওড়া ময়দান শাখার উক্ত ব্যাংকের শাখা প্রধান আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বন্ধন ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক প্রদত্ত ১০ নভেম্বর, ২০২২ তারিখের শাস্তি আদেশ।

<u>মামলার তথ্য</u>

২. একই শাখায় ব্যাংকের একজন সহযোগীর (বীমা অংশীদার) সহকর্মীর দায়ের করা যৌন হয়রানির অভিযোগ ছিল শাস্তির আদেশের দিকে পরিচালিত কার্যক্রম।

৩. অভিযোগকারীকে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করার জন্য একই শাখায় পোস্ট করা হয়েছিল। অভিযোগটি ৬ জুলাই, ২০২২ তারিখের।

৪. অভিযোগের সারমর্ম হল, ২০২২ সালের ৫ জুলাই অভিযোগকারী শাখায় রিপোর্ট করেছিলেন। পরের দিন, অভিযোগকারীকে আবেদনকারীকে দিনের বেশিরভাগ সময় তার সামনে তার মন্ত্রিসভায় বসতে বলা হয়েছিল। এরপরে তিনি অভিযোগকারী এবং শাখার আরও দু'জন কর্মীকে রথযাত্রা উপলক্ষে স্থানীয় মেলায় তাঁর সাথে যেতে বলেছিলেন।

৫. মেলায় অভিযোগকারিণীর অভিযোগ, ফেরির চাকায় আবেদনকারীর পাশে বসার মতো অবস্থায় তাঁকে বসানো হয়। চাকা চলার সময় অভিযোগকারীকে অশালীনভাবে স্পর্শ করেন আবেদনকারী। অভিযোগকারিণী আবেদনকারীর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ এনেছেন।

৬. অভিযোগটি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটির (আইসিসি) কাছে পাঠানো হয়েছিল। আবেদনকারী সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে অভিযোগের লিখিতভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। সাতজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। আইসিসি অভিযোগে আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে।

৭. আবেদনকারীকে রেকর্ডে আসা সমস্ত প্রমাণ সরবরাহ করা হয়েছিল এবং তিনি লিখিতভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

অভিযোগকারী এবং আবেদনকারী উভয়ই আইসিসি ব্যক্তিগতভাবে শুনেছে। আইসিসির অনুসন্ধান এবং তার সুপারিশের ভিত্তিতে, ১০ নভেম্বর, ২০২২ তারিখের শাস্তির আদেশ জারি করা হয়েছিল যার মাধ্যমে তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।

আবেদনকারীর পক্ষে যুক্তিতর্ক

৪. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী মিঃ কৌশিক দে যুক্তি দেখাবেন যে ব্যাঙ্ক যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তা ব্যাঙ্কে যৌন হয়রানি সংক্রান্ত বিধি এবং ২০১৩ সালের যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে মহিলাদের সুরক্ষা আইন (পোশ আইন, ২০১৩) এর বিধান লঙ্ঘন করেছে। পদ্ধতিগত অনিয়মের অভিযোগও রয়েছে। আইসিসির অনুসন্ধানের বিকৃতি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে যুক্তিযুক্ত,

(এ) অভিযোগকারী যিনি প্রথম যাত্রা চলাকালীন আবেদনকারীর আচরণের অভিযোগ করার পরে আবেদনকারীর সাথে ফেরিসে দ্বিতীয় যাত্রা করেছিলেন, তিনি অনুপযুক্ত। তাই অশালীন আচরণের অভিযোগ একেবারেই ভুল। আইসিসির অনুসন্ধান তাই বিকৃত।

(বি) আইসিসি কর্তৃক প্রকৃত যৌন হয়রানির কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। সুতরাং আবেদনকারীর উপর কোনও জরিমানা বা শাস্তির প্রশ্নই ওঠে না এবং উঠতে পারে না।

(সি) আবেদনকারী আইসিসির সামনে সাতজন সাক্ষীর কাউকেই জেরা করার সুযোগ পাননি। সুতরাং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির লঙ্ঘন হয়েছে। সুতরাং এই প্রক্রিয়া বিকৃত এবং বাতিল হওয়ার যোগ্য।

(ডি) আইসিসি ওই আইনের ১৩ ও ১৪ ধারা অনুযায়ী ব্যাংককে কোনো জরিমানার সুপারিশ করেনি। আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত সুপারিশের অনুলিপিতে কোনো সুপারিশ নেই। সুতরাং শাস্তির আদেশটি অবৈধ।

(ই) আবেদনকারী আইসিসির অনুসন্ধানের বিরুদ্ধে একটি বিস্তারিত উপস্থাপনা জমা দিয়েছিলেন। শাস্তির আদেশ দেওয়ার আগে আবেদনকারীকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়নি। সুতরাং শাস্তির চূড়ান্ত আদেশ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

(এফ) অব্যাহতির শাস্তির আদেশটি অভিযোগের বিষয় এবং আইসিসির সামনে কার্যক্রম ছাড়াও অন্যান্য বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ডিসচার্জের শাস্তি আরোপের জন্য ব্যাংকের বিধি অনুসারে একটি উপযুক্ত স্বাধীন বিভাগীয় তদন্তের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং, এটি যুক্তিযুক্ত যে আবেদনকারীর উপর আরোপিত জরিমানা কোনও তদন্ত ছাড়াই হয়েছে এবং তাই এই আদালতের হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায়।

৯. শাস্তির আদেশ, এমনকি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যে প্রক্রিয়াটি আইন অনুসারে চলছে, আইসিসির অভিযোগ এবং অনুসন্ধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

<u>আদালতের রায় ও বিশ্লেষণ</u>

১০. হলফনামা পাওয়ার পর এই আদালত যখন বিষয়টি গ্রহণ করেন, তখন দেখা যায় যে একটি কো-অর্ডিনেট বেঞ্চ মূলত শেয়ারের দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি বেসরকারী ব্যাংক নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে রিট পিটিশনের গ্রহণযোগ্যতা বহাল রেখেছে। কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার বিষয়বস্তু এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মামলা পশ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর প্রবাহের পর থেকে বিধিবদ্ধ প্রকৃতির।

১১. কিন্তু সংবিধি (পশ অ্যাক্ট ২০১৩) থেকে উদ্‌ভূত আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা না থাকলে, বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেডে আবেদনকারীর নিয়োগ ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি রিট পিটিশন বজায় রাখার জন্য কোনও পাবলিক আইনের উপাদানকে আকর্ষণ করত না।

১২. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ পরামর্শদাতার যুক্তিতে, যে তাত্‌ক্ষণিক মামলায় শাস্তির আদেশটি বিধিবদ্ধ বিধানের আওতার বাইরে ভ্রমণ করে, এই আদালতের স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যে এতে প্রবেশ করার কোনও এখতিয়ার নেই। ইতিমধ্যে উল্লিখিত হিসাবে, এটি কোনও স্বাধীন নাগরিক বা অন্যান্য কার্যধারার বিষয় হতে হবে।

১৩. আসুন আমরা এখন পিওএসএইচ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর উপর ভিত্তি করে আইসিসি কার্যক্রমের বৈধতা এবং যথাযথতা সম্পর্কিত আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ পরামর্শদাতার দ্বারা উত্থাপিত যুক্তিগুলি পরীক্ষা করে দেখি।

১৪. এই আদালতের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু আবেদনকারীকে অভিযোগের একটি অনুলিপি সরবরাহ করা হয়েছিল এবং তাকে লিখিত উপস্থাপনা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল; এবং তাকে সমস্ত ৭ জন সাক্ষীর জবানবন্দির অনুলিপি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং তারপরে সেখানে লিখিত উপস্থাপনা পাওয়ার পরে ব্যক্তিগতভাবে শুনানি করা হয়েছিল, প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির যথেষ্ট সম্মতি রয়েছে।

১৫. তবে আইসিসির সামনে সাক্ষ্য দেওয়া কোনও সাক্ষীকে জেরা করার অধিকার আবেদনকারীর ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখার বিষয়।

১৬. পিওএসএইচ আইন, ২০১৩ এর ধারা ১১, ১২ এবং ১৩ এর অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, যথা, ২০১৩ সালের পিওএসএইচ বিধিগুলির একটি সরল পাঠ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে জেরার অধিকার সুনির্দিষ্টভাবে এর অধীনে দেওয়া হয়নি।

১৭. ২০১৩ সালের পিওএসএইচ আইনের অধীনে গঠিত আইসিসির অধীনে একটি তদন্ত একটি আধা বিচারিক কার্যক্রম। এটি প্রমাণের কঠোর নীতি বা নিয়মিত বিচারের দেওয়ানি বা ফৌজদারি পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। নিছক জেরার কথা অস্বীকার করলেই এই ধরনের তদন্ত প্রক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে না। আবেদনকারী এমনকি অন্যথায় আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্তের সময় কোনও সাক্ষী বা এমনকি অভিযোগকারীকে জেরা করার অধিকারের জন্য প্রার্থনা করেননি। উপরোক্ত পরিস্থিতিতে, এই বিষয়ে আর কোনও আলোচনা অলস আনুষ্ঠানিকতা না হলে একাডেমিক হবে।

১৮. এই ইস্যুতে অবশ্য **এল এস সিবু বনাম এয়ার ইন্ডিয়া অ্যান্ড অন্যান্য (২০১৬) এসসিসি অনলাইন কের** ৫১১

রিপোর্ট করা কেরালা হাইকোর্টের রায়ের ১৭ অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা দরকারী হবে। এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চ এই সিদ্ধান্তকে বহাল রেখেছে।

> *"১৭. প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের মূলনীতি সম্পর্কিত মৌলিক নীতি হলো, যখন কোনো পক্ষপাতদুষ্ট বক্তব্য দেওয়া হয়, তখন তা সংশোধন ও বিরোধিতার সুযোগ না দিয়ে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না। যৌন হেনস্থার অভিযোগের ক্ষেত্রে অনেক সময় অভিযোগকারীর কর্মক্ষেত্রে তার সঙ্গে যা ঘটেছে তা সাক্ষ্য দেওয়ার সাহস নাও থাকতে পারে। কমিটির সামনে ভুক্তভোগীর অভিযোগের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের পরিবেশ তৈরি হতে পারে। এই ধরনের ক্ষতিগ্রস্থদের গোপনীয়তা এবং গোপনীয়তাও রক্ষা করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, কোন কর্তৃপক্ষের সামনে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত কোন বক্তব্যের বিরোধিতা বা বিরোধিতা করার জন্য মৌখিক জেরাই একমাত্র মানদণ্ড নয়। প্রাথমিকভাবে, যৌন হয়রানির অভিযোগের ক্ষেত্রে, কমিটিকে কোনও ভয়ভীতি ছাড়াই নির্ভয়ে তাদের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সংক্ষুব্ধদের সক্ষমতা যাচাই ও বিশ্লেষণ করতে হবে। যদি কমিটি মনে করে যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি একজন দুর্বল এবং কোন জেরা সহ্য করতে পারে না, তাহলে কমিটি এইরূপ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে যাতে সাক্ষীর জবানবন্দি অন্যভাবে অপরাধী কর্তৃক বিরোধিতা বা সংশোধন করা হয়। তাই ন্যায্য সুযোগকে বুঝতে হবে অভিযোগের স্বাধীনভাবে প্রকাশের পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে। যদি কমিটি মনে করে যে সাক্ষী বা অভিযোগকারী কোনও ভয় ছাড়াই স্বাধীনভাবে সাক্ষ্য দিতে পারেন, তবে অবশ্যই অপরাধীকে এই জাতীয় সাক্ষীদের মৌখিক জেরা করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে কমিটি মনে করে যে, অভিযোগকারী স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করার মতো অবস্থানে নেই, সেক্ষেত্রে কমিটি অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে যাতে অপরাধীকে বিরোধিতা ও সংশোধন করার সুযোগ দেওয়া যায়।"*

১৯. ভিতরে অরেলিয়ানো ফার্নান্দেস বনাম গোয়া রাজ্য ২০২৩ এসসিসি অনলাইন এসসি ৬২১ অনুচ্ছেদ ৬৪ এ রিপোর্ট করা হয়েছে, এটি নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল:

> ৬৪. বিধি ১৪ এ কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত পরিচালনার জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে চার্জশিট ইস্যু করা,

অভিযোগের আর্টিকেলের বিবরণ পেশ করা, অভিযোগের প্রতিটি ধারা সম্পর্কে আরোপের বিবরণী সংযুক্ত করা, সাক্ষীদের একটি তালিকা প্রেরণ করা এবং ম্যানেজমেন্ট / নিয়োগকর্তার উপর নির্ভর করার জন্য চাওয়া নথি প্রেরণ করা। উল্লিখিত পদ্ধতিটি বর্তমান মামলায় কমিটি কঠোরভাবে অনুসরণ নাও করতে পারে, তবে এটি বিতর্কের মধ্যে নেই যে সময়ে সময়ে প্রাপ্ত সমস্ত অভিযোগ এবং অভিযোগকারীদের জবানবন্দি আপিলকারীর কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল। তাই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের ধরন সম্পর্কে তিনি ভালভাবেই অবগত ছিলেন। তদন্তের সময় তার বিরুদ্ধে যে উপাদান ব্যবহার করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তা কেবল নয়, তাকে তার জবাব জমা দিয়ে এবং সাক্ষীদের একটি তালিকা সরবরাহ করে উল্লিখিত উপাদানগুলির ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্যও বলা হয়েছিল, যা তিনি করেছিলেন। তদুপরি, কমিটি কর্তৃক জমা দেওয়া প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করার পরে, এটি স্পষ্ট হয় যে কিছু অভিযোগকারীর জবানবন্দি কমিটি দ্বারা দৃশ্যমানভাবে অডিও রেকর্ড করা হয়েছিল, যেখানে সম্মতি দেওয়া হয়েছিল এবং আপিলকারীকে যথাযথভাবে অভিযোগকারী সহ উল্লিখিত সাক্ষীদের জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত অভিযোগকারীদের দ্বারা আরোপিত অভিযোগগুলি নির্দিষ্ট ঘটনার বিবরণ সহ আপিলকারী দ্বারা যৌন হয়রানির ছিল। সুতরাং, প্রদত্ত তথ্য ও পরিস্থিতিতে, কমিটি কর্তৃক আর্টিকেল অফ চার্জ গঠন না করা মারাত্মক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। আপিলকারীকে এটাও বলতে শোনা যাবে না যে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন এবং যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া জানানোর মতো অবস্থানে ছিলেন না।

২০. অতএব, এটি ধরে নেওয়া হয় যে তদন্তটি কেবল এই সত্যের ভিত্তিতে কলুষিত হবে না যে আবেদনকারী মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে অভিযোগকারী বা কোনও সাক্ষীকে জেরা করতে পারবেন না। প্রকৃতপক্ষে, সাক্ষী বা অভিযোগকারীর জেরার পরিবর্তে পশ আইন, ২০১৩ এর অধীনে তদন্তে সাক্ষীর সাক্ষ্যের সত্যতা পরীক্ষা করার অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

২১. এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, অন্যান্য বিভিন্ন আইনের অধীনে এই প্রকৃতি এবং সংবেদনশীলতার অন্যান্য বিপুল সংখ্যক অনুসন্ধানে সাক্ষীদের কোনও ক্রস এক্সামিনেশনের বিধান নেই। এই মামলার একটি স্পষ্ট মামলা যা মনে আসে তা হ'ল প্রসিডিংস ওম্বুডসম্যান।

২২. আইসিসি তার অনুসন্ধানে আবেদনকারীকে কোনও জরিমানা বা শাস্তির সুপারিশ করেনি, এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই আদালত মনে করে যে আইসিসির অনুসন্ধানের উপর কী শাস্তি আরোপ করা হবে সে সম্পর্কে ব্যাঙ্কের নিজস্ব নিয়মের ভিত্তিতে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এই বিষয়ে আইসিসির কোনও বাদ পড়া এই প্রক্রিয়ার পক্ষে মারাত্মক হবে না।

২৩. আজ শুনানি চলাকালীন একটি নথি হস্তান্তর করা হয়েছে যা আইসিসির আসল প্রতিবেদন যা আসলে সুপারিশ করেছে যে আবেদনকারীকে ব্যাংকের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। আবেদনকারীর কাছে আইসিসির সুপারিশের শেষ পৃষ্ঠা নেই এমন কোনও প্রমাণ নেই।

২৪. এমনকি ধরে নিচ্ছি যে আবেদনকারী শাস্তির বিষয়ে আইসিসির সুপারিশ সম্পর্কে জানতেন না, কুসংস্কার তত্ত্ব প্রয়োগ করে, যেমনটি স্টেট ব্যাংক অফ পাতিয়ালা বনাম এস কে শর্মার সিদ্ধান্তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (১৯৯৬) ৩ এসসিসি ৩৬৪, এই আদালত আইসিসির শেষ পৃষ্ঠার সুপারিশ ব্যতীত আবেদনকারীর পক্ষে কোনও গুরুতর পক্ষপাত সৃষ্টি করেনি। তিনি আসলে মূল অনুসন্ধানের বিরুদ্ধে একটি বিশদ উপস্থাপনা করেছিলেন।

২৫. ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ইসিআইএল, হায়দরাবাদ এবং অন্যান্য বনাম বি করুণাকর এবং অন্যান্যদের (১৯৯৩) ৪ এসসিসি ৭২৭-এ রিপোর্ট করা অন্যান্যদের ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত বিভাগীয় কার্যধারার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করার নীতিগুলি আমদানি করা যাবে না এবং পিওএসএইচ আইনের অধীনে কার্যক্রমে প্রয়োগ করা যাবে না, ২০১৩. তারা সংস্থার সাধারণ শৃঙ্খলা এবং আপিল বিধিতে প্রয়োগ করা হয়। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি সম্পর্কিত কার্যক্রম কিছুটা ভিন্ন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। চূড়ান্ত অনুসন্ধান এবং আইসিসির সুপারিশের পরে কোনও নিয়োগকর্তাকে লিভারেজ দেওয়া কম ডিগ্রি রয়েছে।

২৬. আইসিসির অনুসন্ধানে বিকৃতির মূল যুক্তিতে আসি, মিঃ দে'র যুক্তি যে অভিযোগকারী আবেদনকারীর সাথে ফেরির চাকায় দ্বিতীয়বার চড়তে যেতেন না, যদি তাকে অনুপযুক্তভাবে স্পর্শ করা হত, এটি এমন একটি বিষয় যা রিট আদালত দ্বারা প্রবেশ করা যায় না।

২৭. আইসিসির অনুসন্ধানগুলি অবশ্যই মামলার সত্যতার সাথে চূড়ান্ত এবং টেকসই হিসাবে ধরে নিতে হবে। রেকর্ডে আবেদনকারীর অনুপযুক্ত আচরণের স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। অনুসন্ধানগুলি রেকর্ডে থাকা প্রমাণের উপর ভিত্তি করে, বহিরাগত উপকরণের উপর নয়। এমনকি যদি মামলার বাস্তবতায় আরেকটি প্রশংসনীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব হয়, তবে ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি রিট আদালত নিয়োগকর্তা সম্পর্কে অন্য মতামতকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। একটি রিট আদালত প্রশাসনিক পদক্ষেপ পর্যালোচনা করার সময় ওয়েডনেসবারি পরীক্ষা প্রয়োগ করে এবং এই দেশে ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা জুডিশিয়াল রিভিউয়ের স্থির নীতিগুলি প্রয়োগ করে। সুতরাং আরোপিত আদেশকে মোটেও বিকৃত বলে গণ্য করা যায় না।

২৮. শাস্তির আনুপাতিকতার প্রশ্নে এই আদালত যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের অনেক বেশি সীমিত সুযোগ খুঁজে পায়। **এমনকি রাঞ্জিত ঠাকুর বনাম ইউওআই (১৯৮৭) ৪ এসসিসি ৬১১ এবং**

জি গানায়ুথাম বনাম ইউওআই (১৯৯৭) ৭ এসসিসি ৪৬৩ এ রিপোর্ট করা মামলায় ব্যাখ্যা করা আনুপাতিকতার পরীক্ষা প্রয়োগ করেও তার আদালত দেখতে পায় না যে আবেদনকারীর উপর আরোপিত শাস্তি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের সাথে জঘন্য বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

কঙ্কলুসন

২৯. উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, এই আদালত মনে করে যে আইসিসির অনুসন্ধানের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্তটি কোনও হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায় না। রিট আবেদনটি খারিজ হয়ে যাবে।

৩০. খরচের ব্যাপারে কোনো আদেশ দিতে হবে না।

৩১. সকল পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হইতে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার কপির উপর কাজ করিবে৷

(রাজাশেখর মান্থা, বিচারপতি)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly